



266021 - মৃত্যুর পরে মৃতব্যক্তির ও তার রূহে যা কিছু ঘটবে সেগুলো কিসে অনুভব করবে?

প্রশ্ন

গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। আশা করি জবাব পাব। কারণ আমি ইন্টারনেটে অনেকে খুঁজতে জবাব পাইনি। মৃত্যুর পরে যখন মৃত্যুর ফরেশেতা আমার রূহ কবজ করবে, এরপর ফরেশেতাদেরকে দিবে, যারা আমাকে জান্নাতেরে কাফন পরাবে; আমি কিসেটো অনুভব করতে পারব? আমি কিসে অনুভব করব এবং ফরেশেতাদেরকে দেখব; যখন তারা আমাকে নিয়ে আসমানেরে উঠে যাবে, আমার জন্য আসমানেরে দরজা খোলা হবে এবং তারা বলবে: এই পবিত্র রূহটি কার? তারা বলবেন: ইনি অমুক; আমি কিসেটো অনুভব করব এবং এসব কিছু দেখতে পাব? যখন আমি সপ্তম আকাশেরে উঠব তখন কি আমি আল্লাহর শব্দ শুনতে পাব যখন তিনি বলবেন: তাকে নিয়ে জমনিতে নেমে যাও। তখন আমার কি ঘটবে কিংবা জমনিতে নেমে আমি কি দেখব? আমি কি গোসল দেয়ার সময় কিংবা তারা আমাকে নিয়ে যখন কবরে যাবে তখন কি আমি দেখতে পাব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

এগুলো গায়বী বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত; যগুলোর প্রতি একজন মুসলিমেরে আত্মসমর্পণ করা আবশ্যিক। এগুলোর ধরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা না করা। কারণ বারযাখেরে জীবনেরে ধরণ ও স্বরূপ সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

রূহ অন্য সব মাখলুকেরে মত সৃষ্টি। এর স্বরূপ জানা আল্লাহর জন্য খাস। এর জ্ঞানকে আল্লাহ নজিরে জন্য একনশিঠ করছেন; যমেনটি আব্দুল্লাহ বনি মাসউদ (রাঃ) এর হাদিসে এসছে যে তিনি বলেন: একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরে সঙগে একটি ক্বতেরে মাঝে উপস্থিতি ছিলাম। তিনি একটি খজুরেরে লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়েছিলেন। এমন সময় কিছু সংখ্যক ইহুদী যাচ্ছিল। তারা একে অপরকে বলতে লাগল: তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসে কর। কেউ বলল: কেনে তাকে জিজ্ঞাসে করতে চাইছ? আবার কেউ বলল: তিনি এমন উত্তর দিবেন না, যা তোমরা অপছন্দ করবে। তারপর তারা বলল যে, তাঁকে প্রশ্ন কর। এরপর তারা তাঁকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উত্তরদানে) বরিত থাকলেন, এ সম্পর্কে তাদেরে কোন উত্তর দিলেন না। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি বুঝতে পারলাম: তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হবে। আমি আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর যখন ওহী অবতীর্ণ শেষ হল, তখন তিনি বললেন:



وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

(আর তারা আপনাকে ‘রূহ’ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলতে দনি; রূহ আমার প্রভুর বিষয়। তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞান দ্যো হয়েছে।)[সহিহ বুখারী]

আল্লাহ তাআলা তাঁর কভাবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সুন্যাহতে রূহের কিছু বিশেষ উল্লেখ করছেন। এর মধ্যে রয়েছে: কবজ ও মৃত্যু এবং রূহকে বড়ো পুরানো, কাফন পুরানো এবং রূহের আগমন ও প্রস্থান, রূহ উর্ধ্বে উঠা ও নীচে নামা। চুলকে যত্নে আঠা থেকে টেনে বের করা হয় ঠিকি সত্নে রূহকে টেনে বের করা হয়...। সুতরাং আবশ্যিক হলো দুই ওহীতে উল্লেখিত এই বিশেষণগুলো সাব্যস্ত করা; তবে এর সাথে জনে রাখা উচিত: রূহ দহেরে মত নয়।

শাইখ বনি উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল:

নশিচয় মানুষেরে মৃত্যু মানে দহে থেকে রূহ বেরিয়ে যাওয়া। যখন কবরে দাফন করা হয় তখন কি রূহকে দহে ফরিয়ে দ্যো হয়; নাকি কোথায় যায়? যদি কবরে রূহকে দহে ফরিয়ে দ্যো হয় তাহলে কভাবে সটো ঘট?

জবাবে তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, যখন মানুষ মারা যায় তখন কবরে তার কাছে রূহকে ফরিয়ে দ্যো হয় এবং তাকে তার প্রভু, তার ধর্ম ও তার নবী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। যারা অবচিল বাণীর প্রতিঙ্গমান এনছে তাদেরকে আল্লাহ দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে অবচিল রাখেন। তখন সবে ব্যক্তি বলে: আমার প্রভু আল্লাহ, আমার ধর্ম ইসলাম এবং আমার নবী মুহাম্মদ। পক্ষান্তরে কাফরে কথিবা মুনাফকিকে যখন জিজ্ঞেসে করা হয় তখন সবে বলে: হায় হায়; আমি জানি না। আমি শুনছে লোকেরো কিছু একটা বলে আমিও সটো বলছে।

এই ফরিয়ে দ্যো অর্থাৎ কবরে মানুষেরে দহে রূহকে ফরিয়ে দ্যোটা দুনিয়াতে মানুষেরে দহে রূহ থাকার মত নয়। কেননা সটো বারযাখেরে জীবন; আমরা এর স্বরূপ সম্পর্কে জানি না। কেননা এই জীবনেরে প্রকৃত রূপ সম্পর্কে আমাদেরকে জানানো হয়নি। প্রত্যকে গায়বী বিষয়; যগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে জানানো হয়নি সেগুলোর ক্ষত্রে আমাদের করণীয় হলো: (দলিলেরে গণ্ডিতে) থমে যাওয়া। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলছেন: “আর যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নহে তার অনুসরণ করো না; কান, চোখ, হৃদয়— এদেরে প্রত্যকেটা সম্পর্কে কফেয়িত তলব করা হবে।”[সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৩৬] শাইখ [উছাইমীনেরে ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব (২/৪)]

দুই:

মৃতব্যক্তি তাকে গোসল দ্যোকালে কথিবা কবরে নেওয়ার সময় তার দহে দখেতে পায় না। যহেতে তার রূহ বেরিয়ে গেছে এবং তার রূহ কবরে পরীক্ষার সময় ছাড়া কখনও দহে ফরিয়ে দ্যো হয় না।



রূহের পরণিতা: নিশ্চয় মুমনিরে রূহ যখন আসমান থেকে নামে তখন তার দহে ফরিয়ে দয়ো হয়; যাই দহে ছলি। এরপর সেই ব্যক্তকিকে কবরে প্রশ্ন করা হয়। তখন আল্লাহ্ অবচিল বাণীর মাধ্যমে তাকে অবচিল রাখনে এবং তার জন্য কবরকে দৃষ্টি যতদূর যায় ততটুকু প্রশস্ত করে দনে।

আর কাফরেরে রূহকে ফরেশেতারা জাহান্নাম ও আল্লাহ্ অসন্তুষ্টরি সুসংবাদ দয়ে। এরপর সটেকে উপরে নিয়ে যাওয়া হয় কুশরী, হীন ও ভীত অবস্থায়। তার জন্য আসমানরে দরজাগুলো খলো হয় না। এরপর তাকে তার দহে ফরিয়ে দয়ো হয়। তখন কবরে তাকে প্রশ্ন করা হয়। তার কবরকে সংকীরণ করে দয়ো হয় এবং জাহান্নামরে আগুনরে উত্পততা ও তাপ তার দকিকে আসতে থাকে।

এর বসিতারতি ববিরণ বারা বনি আযবে (রাঃ) এর লম্বা হাদসিএ এসছে। আমরা সেই হাদসিটি এর সভাষ্যে 8829 নং প্রশ্ননোত্তরে উল্লখে করছে।

আর প্রশ্ন করাকালে রূহকে দহে ফরিয়ে আসা: এটি বশিষে ধরণরে ফরিয়ে আসা। এটি দুনিয়ার ফরিয়ে আসার মত নয়; যমেনটি পূর্ববে উল্লখে করা হয়ছে। বরং এটি বারযাখী ফরিয়ে আসা। তার জীবন, তাকে প্রশ্ন করা ও জবাব দয়ো সবই বারযাখী অবস্থা; দুনিয়ার অবস্থার মত নয়। আল্লাহ্ই এর স্বরূপ ও পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক অবগত।

শাইখ ইবনে উছাইমীন বলনে:

প্রয়ি ভাইয়রো, আল্লাহ্ আমাদরেকে যএ সব গায়বৌ বশিয় জানয়িছেনে সগেলোর ক্ষত্রে আমাদরে উপর ওয়াজবি হলো এই কথা বলা: ‘আমরা ঈমান আনলাম ও বশিবাস করলাম’। নানারকম আপত্তি তলো নয়। কারণ বশিয়টি আমাদরে ববিকেবুদধরি উর্ধবে। আল্লাহ্ ও তাঁর মাখলুক সংক্রান্ত গায়বৌ বশিয়ে এটাই হলো একটি সূত্র।

গায়বৌ বশিয়রে ক্ষত্রে এই কথা চলে না: কনে? এবং এই কথাও চলে না: কভিব? কারণ বশিয়টি আমাদরে ববিকে-বুদধরি উর্ধবে। এ কারণে যখন তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করল তখন তিনি তাদেরকে কী বলছেলি? তিনি বলছেলিনে:

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

(আপনি বলুন, রূহ আমার প্রভুর বশিয়)। এমন বশিয় যা তোমরা অবগত হতে পারবে না।

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

(তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞান দয়ো হয়ছে)। [সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৮৫] সুবহানাল্লাহ! অর্থাৎ তোমরা কি রূহের জ্ঞান ছাড়া বাকী সব জ্ঞান পয়ে গেছে?! অধিকাংশ জ্ঞানই তোমাদের জানা নহে। তোমাদেরকে যৎ সামান্য জ্ঞান দয়ো হয়ছে।



এটি বিস্ময়কর! আপনার রূহ আপনার দুই পার্শ্বরে মধ্যে যার অস্তিত্ব, যা ছাড়া আপনি অস্তিত্বহীন; সটো কি আপনি তাইই জানেন না?! আমরা রূহের ব্যাপারে ততটুকুই জানি যতটুকু কুরআন-সুন্নাহর দলিলে উদ্ধৃত হয়েছে। তা ছাড়া আমরা কিছুই জানি না। [লিকাআতুল বাব আল-মাফতুহ (১৬৯) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।